HSC-2023 ফাইনাল মডেল টেস্ট	বাংলা ২য় পত্র সিলেবাস: শর্ট সিলেবাস	উদ্ভাস একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

Exam Code: 102 **Set Code: A** **Full Marks: 100** **Time: 2:55 min.**

[দ্রষ্টব্যঃ ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

ব্যাকরণ অংশ

০১। (ক) য (্য)-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। ৫

১ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

(i) '্য' (য)–ফলা সর্বত্র অন্য বর্ণের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে থাকে। আদ্য বর্ণে '্য' (য)–ফলা যুক্ত হলে বর্ণটির উচ্চারণে সামান্য শ্বাসাঘাত পড়ে এবং বর্ণটি 'অ'–কারান্ত বা 'আ'–কারান্ত হলে প্রায়শ তার উচ্চারণ 'অ্যা'–কারান্ত হয়ে থাকে। যথা: ব্যক্ত (ব্যাক্‌তো), ব্যর্থ (ব্যার্‌থো), ব্যগ্র (ব্যাগ্‌গ্রো), ব্যবস্থা (ব্যাবোস্‌থা), ন্যস্ত (ন্যাস্‌তো), ব্যস্ত (ব্যাস্‌তো), ব্যথা (ব্যাথা)।

(ii) পদের আদ্য 'অ'-কারান্ত বর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত '্য' (য)–ফলার পরে যদি ই (ি)– কার (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) থাকে তবে সেক্ষেত্রে তার উচ্চারণ সাধারণত অ্যা–কার না হয়ে এ(ে)–কারান্ত হয়। যথা: ব্যথিত (বেথিতো), ব্যতীত (বেতিতো), ব্যক্তি (বেক্‌তি), ব্যতিক্রম (বেতিক্‌ক্রোম্), ব্যতিব্যস্ত (বেতিব্‌ব্যাস্‌তো) ইত্যাদি।

(iii) পদের মধ্য কিংবা অন্তে যুক্ত–ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে '্য' (য) ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত তার কোনো উচ্চারণ থাকে না। যথা: সন্ধ্যা (শোন্‌ধা), স্বাস্থ্য (শাস্‌থো), সন্ন্যাসী (শোন্‌ন্যাশি/ শোন্‌নাশি), মর্ত্য (মোর্‌তো / মর্‌তো), হর্ম্য (হোর্‌মো/ হর্‌মো) ইত্যাদি।

(iv) সংযুক্ত বর্ণে '্য' (য)–ফলা যুক্ত হলে তার যেমন উচ্চারণ হয় না, তেমনি তার পূর্ববর্তী অ–কারান্ত বর্ণগুলোকে হয়তো তেমন প্রভাবিত করে না, অর্থাৎ প্রায়শ 'ও'–কারান্ত উচ্চারিত হচ্ছে না। (স্মর্তব্য: মর্ত্য, অর্ঘ্য, বন্ধ্যা, কণ্ঠ্য, অন্ত্য ইত্যাদি)।

(v) পদের মধ্য ও অন্ত্য বর্ণে '্য' (য–ফলা) সংযুক্ত হলে সে বর্ণটি দু'বার উচ্চারিত হয় (বর্ণটি অল্পপ্রাণ হলে প্রথমটি হসন্ত, দ্বিতীয়বার ও–কারান্ত, আর মহাপ্রাণ হলে প্রথমটি তার অল্পপ্রাণ হসন্ত এবং দ্বিতীয়টি মহাপ্রাণ ও–কারান্ত)। যথা: অদ্য (ওদ্‌দো), মধ্য (মোদ্‌ধো), ধন্য (ধোন্‌নো), শস্য (শোশ্‌শো), সভ্য (শোব্‌ভো), সত্য (শোত্‌তো), কন্যা (কোন্‌না)

অথবা,

(খ) **নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ লিখ:**
ঐশ্বর্য, আহ্বান, বিজ্ঞপ্তি, সর্বত্র, প্রথম, অত্যাবশ্যক, কল্যাণ, জয়ধ্বনি

১ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
ঐশ্বর্য	ওইশ্‌শোর্‌জো / ওইশ্‌শোর্‌জো	প্রথম	প্রোথোম্/প্রোথম্
আহ্বান	আওভান্ / আওভান্	অত্যাবশ্যক	ওত্‌তাবোশ্‌শোক্
বিজ্ঞপ্তি	বিগ্‌গোঁপ্‌তি	কল্যাণ	কোল্‌ল্যান্/কোল্‌লান্
সর্বত্র	শর্‌বোত্‌ত্রো/শর্‌বোত্ত্রো/ শর্‌বোত্‌ত্র	জয়ধ্বনি	জয়োদ্‌ধোনি / জয়ধোনি

০২। (ক) ষ-ত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। ৫

২ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

ষ-ত্ব-বিধানের পাঁচটি নিয়ম:

(i) ঋ বা ঋ-কারের পরে মূর্ধন্য-ষ হবে। যেমন-ঋষভ, কৃষক, বৃষ ইত্যাদি।

(ii) রেফ-এর পর মূর্ধন্য-ষ হবে। যেমন-বর্ষা, বার্ষিক, বিমর্ষ, শীর্ষ, হর্ষ ইত্যাদি।

(iii) ট ঠ-এই দুটি মূর্ধন্য বর্ণের পূর্বে সর্বদা ষ হবে। যেমন-অনিষ্ট, আকৃষ্ট, তুষ্ট, দুষ্ট, নষ্ট, নির্দিষ্ট, অনুষ্ঠান, ওষ্ঠ, কনিষ্ঠ, কাষ্ঠ, কোষ্ঠী, জ্যেষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠ, পৃষ্ঠ, বলিষ্ঠ, ভূমিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি।

(iv) ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুতে 'ষ' হয়। যেমন-অভিষেক, অনুষঙ্গ, প্রতিষেধক, অনুষ্ঠান, বিষম, সুষমা ইত্যাদি।

(v) ক খ প ফ-এদের আগে ইঃ (বা িঃ) অথবা উঃ (বা ুঃ) থাকলে সন্ধির ফলে বিসর্গের জায়গায় সর্বদা মূর্ধন্য ষ বসবে। যেমন-আবিঃ + কার = আবিষ্কার, দুঃ + কর = দুষ্কর, নিঃ + ফল = নিষ্ফল ইত্যাদি।

অথবা,

(খ) **যেকোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ বানান লিখ:**
কর্ণেল, পোষ্টমাষ্টার, উচ্ছাস, ইতিমধ্যে, সাতন্ত্র, উৎকর্ষতা, শান্তনা, মুমুর্ষূ।

২ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

শব্দ	শুদ্ধ বানান	শব্দ	শুদ্ধ বানান
কর্ণেল	কর্নেল	সাতন্ত্র	স্বাতন্ত্র্য
পোষ্টমাষ্টার	পোস্টমাস্টার	উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস	শান্তনা	সান্ত্বনা
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে	মুমুর্ষূ	মুমূর্ষু

০৩। (ক) যোজক কাকে বলে ? যোজক কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ লেখ। ৫

৩ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

উত্তর : যে শব্দ একটি বাক্যাংশের সাথে অন্য একটি বাক্যাংশ অথবা বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য একটি শব্দের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাকে যোজক বলে। যেমন : তুমি ও আমি যাব। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।' তিনি বিদ্বান অথচ সৎ নন।
যোজকের শ্রেণিবিভাগ : যোজক-শব্দের কাজ একাধিক পদ, খণ্ডবাক্য কিংবা বাক্যকে জুড়ে দেওয়া বা সম্পর্কিত করা। অর্থ ও সংযোজনের ধরন অনুযায়ী যোজক বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন :
১।সাধারণ যোজক : এ ধরনের শব্দশ্রেণি দুটি শব্দ কিংবা বাক্যকল্পকে জুড়ে দেয়। সাধারণ যোজক শব্দ হলো— এবং, ও, আর। যেমন : মিমিয়া আর আলিয়া দুই বোন। সুখ ও দুঃখ একসঙ্গে আসে না। স্কুলে যাও এবং পাঠে মন দাও।
২। বৈকল্পিক যোজক : এ ধরনের যোজক একাধিক পদ, বা বাক্যকল্প বা বাক্যের মধ্যে বিকল্প নির্দেশ করে। বৈকল্পিক যোজক হলো— বা, না-হয়, অথচ। যেমন : সাদা বা কালো। তিনি হয় রিকশায় না-হয় হেঁটে যাবেন। সারাদিন খুঁজলাম, অথচ বইটা পেলাম না।
৩। বিরোধমূলক যোজক : এ ধরনের যোজক দুটি বাক্যের সংযোগ ঘটিয়ে দ্বিতীয়টির সাহায্যে প্রথম বাক্যের বিরোধ নির্দেশ করে। বিরোধমূলক যোজক হলো— কিন্তু, তবু। যেমন : তোমাকে চিঠি লিখেছি, কিন্তু উত্তর পাইনি। এত বৃষ্টি হলো, তবু গরম গেল না ।
৪। কারণবাচক যোজক : এ ধরনের যোজক এমন দুটি বাক্যের মধ্যে সংযোগ ঘটায় যার একটি অন্যটির কারণ। কারণবাচক যোজক হলো— কারণ, যেহেতু, তাই, অতএব। যেমন : জিনিসের দাম বেড়েছে, কারণ পরিবহণ ধর্মঘট। যেহেতু ঠান্ডা লেগেছে, তাই আইসক্রিম খাচ্ছি না। তুমি অপরাধী, অতএব শাস্তি পেতে হবে।
৫। সাপেক্ষ যোজক : এ ধরনের সংযোজক একে অন্যের পরিপূরক হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। সাপেক্ষ যোজক হলো- যথা... তথা, যত.. তত , যখন.... তখন, যেমন ... তেমন, যেরূপ ....সেরূপ। যেমন : যত গর্জে তত বর্ষে না। যথা ধর্ম তথা জয়।

অথবা,

(খ) **নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ কর:**
(i) শুভ্র সমুজ্জল এ তাজমহল।
(ii) তরল পদার্থ।
(iii) কষ্ট করলে কেষ্ট মিলে।
(iv) বেশ, তাই হবে।
(v) কারণ ছাড়া কার্য হয় না।
(vi) চলো কোথাও বেড়াতে যাই।
(vii) গতসপ্তাহে তেলের দাম বেড়েছে।
(viii) যথা ধর্ম তথা জয়।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

বাক্যে প্রদত্ত শব্দ	ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণি
তাজমহল	নামবাচক বিশেষ্য /সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য/ বিশেষ্য
তরল	অবস্থাবাচক বিশেষণ / বিশেষণ
করলে	অসমাপিকা ক্রিয়া/সাপেক্ষ সংযোজক ক্রিয়া/ ক্রিয়া
বেশ	সিদ্ধান্তবাচক আবেগ শব্দ / আবেগ শব্দ/ অব্যয়
ছাড়া	অনুসর্গ/ অব্যয়/ পরসর্গ / কর্মপ্রবচনীয়
কোথাও	অনির্দিষ্ট সর্বনাম / সর্বনাম
গতসপ্তাহে	কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ / ক্রিয়া বিশেষণ
যথা...তথা	সাপেক্ষ যোজক/ যোজক/ অব্যয়

০৪। (ক) **নিম্নলিখিত উপসর্গযোগে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও (যে কোনো পাঁচটি):** ৫
অতি, অনু, পরি, প্র, সম, প্রতি, উৎ, আ

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

শব্দ	শব্দ গঠন	বাক্যে প্রয়োগ
অতি	অতিমাত্রা	অতিমাত্রায় আবেগ ভালো নয়।
অনু	অনুসরণ	ভালোকে অনুসরণ করাই উত্তম।
পরি	পরিহার	খারাপ অভ্যাস পরিহার করা উচিত।
প্র	প্রভাত	প্রভাতে ঘুম থেকে ওঠা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।
সম	সম্মান	গুরুজনকে সম্মান দেওয়া উচিত।
প্রতি	প্রতিফল	ভালো কাজের প্রতিফল সুমিষ্ট।
উৎ	উৎসুক	উৎসুক জনতা ক্রিকেট খেলা দেখার জন্য স্টেডিয়ামে এসেছে।
আ	আলুনি	আলুনি কোনো তরকারিই মজা লাগে না।

অথবা,

(খ) **ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখ: (যেকোনো পাঁচটি)**
বইপড়া, আশীবিষ, অপরাহ্ন, গ্রামান্তর , নির্বিঘ্ন, দেনা-পাওনা, পঞ্চবটী, নিরক্ষর।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
বইপড়া	বইকে পড়া	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস
আশীবিষ	আশীতে বিষ যার	ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি/ বহুব্রীহি
অপরাহ্ন	অপর যে অহ্ন অহ্নের শেষ	কর্মধারয় ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গ্রামান্তর	অন্য গ্রাম	নিত্য সমাস
নির্বিঘ্ন	বিঘ্নের অভাব নাই বিঘ্ন যার	অব্যয়ীভাব নঞ্ বহুব্রীহি
দেনা-পাওনা	দেনা ও পাওনা	বিপরীতার্থক / বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব সমাস/ দ্বন্দ্ব সমাস
পঞ্চবটী	পঞ্চ বটের সমাহার	দ্বিগু সমাস
নিরক্ষর	নেই অক্ষরজ্ঞান যার	নঞ্ বহুব্রীহি

০৫। (ক) **বাক্য কাকে বলে? গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।** ৫

৫ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদ বা শব্দের সমন্বয়ে যখন বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় তখন তাকে বাক্য বলে। যেমন– ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করে আমি গর্বিত। উপরের উভয় পদসমষ্টিই মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করছে। সুতরাং এদের প্রত্যেকটি এক-একটি বাক্য।

গঠন অনুসারে বাক্য তিন প্রকার। যথা:
(ক) সরল বাক্য, (খ) মিশ্র বা জটিল বাক্য, (গ) যৌগিক বাক্য।

সরল বাক্য: যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন– ছেলেটি দৌড়াচ্ছে। এখানে 'ছেলেটি' উদ্দেশ্য এবং 'দৌড়াচ্ছে' বিধেয়।

মিশ্র বা জটিল বাক্য: যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের অধীন এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য থাকে, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে।

আশ্রিত বাক্য	প্রধান খণ্ডবাক্য
যে পরিশ্রম করে	সেই সুখ লাভ করে।

যৌগিক বাক্য: পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা জটিল বাক্য সংযোজকবাচক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে, তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন– কঠোর পরিশ্রম করব, তবুও ভিক্ষা করবো না।

অথবা,

(খ) **বন্ধনীর নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর কর (যেকোনো পাচঁটি):**

(i) যখন বিপদ আসে তখন দুঃখও আসে। (যৌগিক)
(ii) শম্ভুনাথ একথায় একেবারে যোগই দিলেন না। (অস্তিবাচক)
(iii) দৃশ্যটি বড় করুণ। (বিস্ময়সূচক)
(iv) ওরা আগামীকাল আসবে। (প্রশ্নবোধক)
(v) জীবনের জন্য বৃক্ষের দিকে তাকানো প্রয়োজন। (অনুজ্ঞাবাচক)
(vi) মালিহার স্বাস্থ্য ভালো। (নেতিবাচক)
(vii) সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়। (জটিল)
(viii) তোমার সাফল্য কামনা করছি (প্রার্থনাসূচক)

৫ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

(i) বিপদ ও দুঃখ একই সঙ্গে আসে।
(ii) শম্ভুনাথ এ কথায় একেবারে অমনোযোগী ছিলেন/ শম্ভুনাথ এ কথা হতে বিরত ছিলেন।
(iii) দৃশ্যটি কী করুণ!
(iv) ওরা কি আগামীকাল আসবে না?
(v) জীবনের জন্য বৃক্ষের দিকে তাকাও/তাকাবে/তাকান।
(vi) মালিহার স্বাস্থ্য খারাপ/মন্দ নয়/না।
(vii) যখন সূর্যোদয় হয় তখন অন্ধকার দূরীভূত হয়।
(viii) তুমি সফল হও।

০৬। (ক) **যেকোনো পাঁচটি বাক্য শুদ্ধ করে লিখ:** ৫

(i) বিদ্যানকে সকলে শ্রদ্ধা করে।
(ii) বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।
(iii) এখানে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া যায়।
(iv) কালীদাস বিখ্যাত কবি।
(v) গীতাঞ্জলী একটি কাব্যগ্রন্থ।
(vi) তারা শ্মশানে শব পোড়াচ্ছে।
(vii) শয়তানটাকে পূর্ণচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দাও।
(viii) মেয়েটি সুকেশিনী এবং সুহাসি।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

(i) বিদ্বানকে সকলে শ্রদ্ধা করে।
(ii) বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।
(iii) এখানে গরুর/গোরুর খাঁটি দুধ পাওয়া যায়।
(iv) কালিদাস বিখ্যাত কবি।
(v) গীতাঞ্জলি একটি কাব্যগ্রন্থ / কাব্য।
(vi) তারা শ্মশানে শবদাহ করছে/ মড়া পোড়াচ্ছে।
(vii) শয়তানটাকে অর্ধচন্দ্র / গলাধাক্কা দিয়ে বিদায় করে দাও।
(viii) মেয়েটি সুকেশা ও সুহাসিনী।

অথবা,

(খ) **অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগগুলো শুদ্ধ কর।**

আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্ররাই অমনোযোগী । বানান শুদ্ধ করে লেখার জন্য তাহারা তো সচেষ্টিত নহেই, বরং অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তারা সবাই ভূল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে ।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

শুদ্ধ: আজকাল বানানের ব্যাপারে ছাত্ররা/সকল ছাত্রই অমনোযোগী । বানান শুদ্ধ করে লেখার জন্য তারা তো সচেষ্ট নয়ই, বরং অবস্থা দেখে মনে হয়, তারা ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে ।

নির্মিতি অংশ

০৭। (ক) **পারিভাষিক শব্দ লিখ: (যে কোন দশটি)** ১০

Acting, Director, Monogram, Subsidy, Lease, Unpaid, Referendum, Broker, Concession, Feudal, Lawful, Envoy, Paradox, Vocation, Annexation.

৭ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

Acting – ভারপ্রাপ্ত / অস্থায়ী	Concession- রেয়াত/ ছাড় / সুবিধা
Director- পরিচালক	Feudal- সামন্ততান্ত্রিক / সামন্ত
Monogram- অভিজ্ঞান / মনোগ্রাম	Lawful- আইনসম্মত / আইনত
Subsidy- ভর্তুকি	Envoy- দূত
Lease- ইজারা	Paradox- কূটাভাস
Unpaid- অপরিশোধিত	Vocation- বৃত্তি / পেশা
Referendum- গণভোট	Annexation- সংযোজন
Broker- দালাল	

অথবা,

(খ) **বাংলায় অনুবাদ কর:**

Many people put off for tomorrow the work they can do today. Students also very often put off their class lessons for tomorrow. Nothing is more injurious than this habit. Men do not know what will happen tomorrow. A lot of troubles and dangers may come and upset everything.

৭ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

অনেকেই আজ যে কাজ করতে পারে, তা আগামী দিনের জন্য রেখে দেয়। ছাত্ররাও অনেক সময় তাদের ক্লাসের পড়া আগামী দিনের জন্য ফেলে রাখে। এ অভ্যাসের চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছুই নেই। মানুষ জানে না আগামী দিনে কী ঘটতে পারে। অনেক অসুবিধা ও বিপদ এসে সব কিছু ওলট-পালট করে দিতে পারে।

০৮। (ক) বাংলা নববর্ষ উদযাপনের ওপর একটি দিনলিপি রচনা কর। ১০

৮ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

১লা বৈশাখ, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার
রাত ১০টা ৩৫ মিনিট

আজকের স্মৃতিগুলো সংরক্ষণ করব বলে আনন্দমুখর একটা দিন শেষে লিখতে বসলাম। যাতে পরবর্তী কোনো সময়ে আজকের এই স্মৃতিগুলো হাতড়ে বেড়ালে খুব সহজে পেয়ে যাই। আজ ছিল বাঙালির প্রাণের উৎসব, বাঙালির অস্তিত্বের উৎসব 'বাংলা নববর্ষ'। আজকের দিনটি ভালোভাবে পালনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা বানাতে বানাতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল গতকাল। কিন্তু মাথার মধ্যে আজকের কথা ঘুরঘুর করায় সময়ের অনেক আগেই টের পেয়েছিলাম। আমাদের কলেজ মাঠে সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বলে সকাল সকাল পৌছে গেলাম। গিয়ে দেখি আমার অন্য বন্ধুরা আগেই এসে গেছে। নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করে আমরা 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'য় যোগদান করলাম। শোভাযাত্রাটি শহর প্রদক্ষিণ করে যখন কলেজ প্রাঙ্গণে এসে শেষ হলো, দেখলাম একটি মোবাইল কোম্পানির সৌজন্যে পান্তা-ইলিশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একসাথে এত মানুষের পান্তা-ইলিশ খাওয়া ছিল একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার। এই পর্ব শেষ করার পর কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়, যেখানে আলোচনা সভা, স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর, সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। অনুষ্ঠান শেষ করে দুপুরে বাড়িতে এসে খেয়ে আবার দৌড়। কারণ বিকেলে বৈশাখী মেলায় ঘুরতে হবে তো! বন্ধুরা সবাই মিলে মেলা ঘুরে বেড়ালাম সারাটা বিকেল। দোকানে মাটির তৈজসপত্র, খেলনা গাড়ি, পুতুল, চুড়ির দোকান; বিভিন্ন লোকজ খাদ্যদ্রব্য যেমন : চিড়া, মুড়ি, খই, বাতাসা ইত্যাদি; বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি প্রভৃতির বৈচিত্র্যময় সমারোহ ছিল। মেলায় বিনোদনের ব্যবস্থাও ছিল। লোকগায়ক ও লোকনর্তকদের উপস্থিতি ও তাদের নাচ-গানে মেলা ছিল আনন্দমুখর। এছাড়া শিশু- কিশোরদের আকর্ষণের জন্যে ছিল বায়োস্কোপ। শিশু-কিশোররা বায়োস্কোপ ও নাগরদোলার আশপাশে ভিড় জমিয়েছিল। অনেকে নাগরদোলায় চড়ে মজা করছিল। ছোট ভাইয়ের জন্যে খেলনা গাড়ি আর বোনটার জন্যে মাটির কিছু পুতুল কিনে আনলাম। রাতে যখন বাসায় ফিরলাম, তখন তারা আমার কাছে এসব জিনিস পেয়ে খুবই খুশি হলো।

অথবা,

(খ) মনে কর তুমি **নাঈম/নাঈমা**। তুমি একটি জাতীয় দৈনিকের স্থানীয় প্রতিনিধি। "জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা ও আমাদের করণীয়" শিরোনামে পত্রিকায় প্রকাশ উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

প্রতিবেদনের প্রকৃতি	:	সংবাদ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	ডেঙ্গুর ভয়াবহতা ও আমাদের করণীয়
সরেজমিনে পরিদর্শন	:	
প্রতিবেদন তৈরির সময়	:	
তারিখ	:	
সংযুক্তি	:	

ডেঙ্গুর ভয়াবহতা ও আমাদের করণীয়

'ক' প্রতিনিধি

সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে ভয়ংকর আতঙ্ক হিসেবে দেখা দিয়েছে ডেঙ্গুজ্বর। এই মহামারী জ্বরে ঢাকাসহ সমগ্র দেশে মৃত্যুবরণ করেছে অনেক মানুষ। সারা দেশে মানুষের মনে ছড়িয়ে পড়েছে ডেঙ্গুজ্বরের আতঙ্ক। এর ভয়ে ঢাকার অনেক স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৬ সালে গোটা বিশ্বে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল প্রায় দুই কোটি মানুষ। বর্তমানে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ডেঙ্গু এডিস মশাবাহিত ভাইরাসজনিত একধরনের তীব্র জ্বর। ডেঙ্গু সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। যেমন- ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গুজ্বর ও হেমোরেজিক ডেঙ্গুজ্বর। ডেঙ্গু দুই প্রজাতির স্ত্রী মশা দ্বারা ছড়ায়। এর একটি হচ্ছে এডিস এজিপটাই ও অন্যটি এডিস এলকোপিপটাস। এডিস এজিপটাই স্ত্রী মশা কোনো ব্যক্তিকে কামড় দিলে সেই মশাটিও ডেঙ্গুজ্বরের জীবাণুবাহী মশায় পরিণত হয়। এরা দিনের বেলায় কামড়ায়। এই মশা ডিম পাড়ে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পাত্রের পানিতে যেমন- ফুলদানি, ফুলের টব, হাড়ির ভাঙা অংশ, পরিত্যক্ত টায়ার, মুখ খোলা পানির ট্যাংক, জলকাদা, ডাবের খোসা ইত্যাদি। সাধারণত ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হলে মাংসপেশি ও হাড়ে প্রচণ্ড ব্যাথা হয়। দেহের তাপমাত্রা ১০৪ থেকে ১০৫ ডিগ্রিতে উঠে যায়। মাথা ও চোখের মাংসপেশি ব্যাথা, বমি বমি ভাব, বিষন্নতার ছাপ ও দেহে এক ধরনের ফুসকুড়ি ওঠে। কখনো কখনো মাংসপেশির খিচুনিতে রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। শিশু কিশোররা এ জ্বরে আক্রান্ত হয় বেশি। ভয়াবহ ডেঙ্গুজ্বরের কোনো চিকিৎসা নেই। নেই প্যাটেন্টকৃত কোনো ওষুধ। উপসর্গ দেখে চিকিৎসা করতে হয়। রোগীকে পুরোপুরি বিশ্রামে রেখে চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। মারাত্মক উপসর্গ দেখা দিলে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয়। তবে এসপিরিন বা এ জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়। রোগীকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করে চিকিৎসা করতে হবে। মারাত্মক আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে পানিস্বল্পতা ও রক্তক্ষরণের চিকিৎসার জন্য আইভি স্যালাইন বা রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হতে পারে। তবে এডিস মশা যেহেতু ডেঙ্গুজ্বরের বাহক, তাই বাহক মশা দমন করাই ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধে প্রধান উপায়। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হলো- বাসগৃহে ফুলের টব, পরিত্যক্ত টায়ার, ডাবের খোসা ইত্যাদিতে জমে থাকা পানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। দিনের বেলায় মশারি ব্যবহার করা। অর্থাৎ রোগ ছাড়ানোর আগেই এডিস মশা নির্মূল করে ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। স্কুল-কলেজের ছাত্রশিক্ষক এবং অভিভাবকসহ দেশের আপামর জনগণ সচেতন হলেই ভয়াবহ ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধ সম্ভব।

০৯। (ক) বন্ধুর পিতৃবিয়োগে সান্ত্বনা জানিয়ে ই-মেইল (বৈদ্যুতিন চিঠি) লিখ। ১০

৯ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

To : simu@gmail.com
Cc :
Bcc :
Subject : দুঃখ কর না। ধৈর্য ধর, বুক বাঁধ।

বন্ধু শিমু

লতার কাছে শুনলাম তোমার স্নেহময় পিতা পৃথিবীতে আর নেই। খবরটা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। তোমার কতটা কষ্ট হচ্ছে সেটা বুঝতে পারছি। দুঃখ কর না। ধৈর্য ধর, ভেঙে পড়ো না। মানুষ মরণশীল। সবাইকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। এটাই স্বাভাবিক। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। এ বাস্তবতা মেনে নিয়ে আশায় বুক বাঁধবে, জীবনের কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়বে, সেই শুভ কামনা রইল। মহান আল্লাহ তোমার পিতার বিদেহ আত্মাকে শান্তি দান করুন।

তোমার বন্ধু
সুমনা

অথবা,

(খ) তোমাদের ইউনিয়নে একটি পাঠাগার স্থাপনের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখ।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

২৯ই জুলাই, ২০২৩
বরাবর
মাননীয় জেলাপ্রশাসক
চুয়াডাঙ্গা, খুলনা ।
বিষয় : পাঠাগার স্থাপনের জন্য আবেদন ।
জনাব

বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা চুয়াডাঙ্গা জেলাধীন আলমডাঙ্গা উপজেলার আয়নামতি ইউনিয়নের বাসিন্দা। এই ইউনিয়নে জনসংখ্যা যেমন বেশি তেমনই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বেশি। কিন্তু স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজে পাঠাগার নেই বললেই চলে । অথচ আমরা জানি, বিভিন্ন বিষয়ক জ্ঞানানুশীলনের জন্য পাঠাগারের কোনো বিকল্প নেই । পাঠাগার জ্ঞানপিপাসুদের সৃজনী শক্তি বৃদ্ধি করে । পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে জ্ঞান আহরণের উপযুক্ত স্থান হলো পাঠাগার । সর্বোপরি নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান সাধনার জন্য পাঠাগার একান্ত আবশ্যক ।
অতএব জনাব, আমাদের ইউনিয়নে অতিসত্বর একটি আধুনিক পাঠাগার স্থাপন করতে আপনার সুদৃষ্টি কামনা করছি ।

নিবেদক
আয়নামতি ইউনিয়নবাসীর পক্ষে
মো. আবুল কালাম
আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা

১০। (ক) **সারাংশ লিখ:** ১০

জীবন বৃক্ষের শাখায় যে ফুল ফোটে, তাই মনুষ্যত্ব । বৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালতে হবে এই ফুলের দিকে লক্ষ রেখে । শুধু শুধু মাটির রস টেনে গাছটা মোটাসোটা হয়ে উঠবে এই ভেবে কোন মালী গাছের গোড়ায় জল ঢালে না । সমাজ-ব্যবস্থাকেও ঠিক করতে হবে মানুষকে খাইয়ে-দাইয়ে মোটা করে তুলবার জন্য নয়, মানুষের অন্তরে মূল্যবোধ তথা সৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দ সম্বন্ধে চেতনা জাগিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে। যখন এই চেতনা মানুষের চিত্তে জাগে তখন এক আধ্যাত্মিক সুষমায় তার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠে এবং তারই প্রতিফলনে সমস্ত জগৎ আলোকময় হয়ে দেখা দেয়। ফলে মানুষ ইতর জীবনের গুরুভার থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেকে লঘুপক্ষ প্রজাপতির মত হালকা মনে করে ।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

সারাংশ : মানুষের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হলো মনুষ্যত্বের জাগরণ । মনুষ্যত্বের প্রকাশ ঘটে মানুষের সৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দবোধে । মানুষের জীবনে মনুষ্যত্বের আলো জ্বলে উঠলে সে আলোয় বিশ্ব আলোকিত হয় এবং মানবজীবন হয় নির্ভার ও সার্থক ।

অথবা,

(খ) **ভাব-সম্প্রসারণ লিখ:**

গতিই জীবন, স্থিতিতে মৃত্যু।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

ভাব-সম্প্রসারণ : জীবনের ধর্মই গতিশীলতা, লক্ষ্যপথে এগিয়ে যাওয়া । মানুষকে তার কর্মের মধ্য দিয়ে গতিচঞ্চল জীবনের অধিকারী হয়ে জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে হয় । বস্তুত প্রবহমানতাই জীবনকে প্রাণবন্ত করে তোলে, আর স্থবিরতা আত্মার মৃত্যু ঘটায়।

এ বিশ্ব নিরন্তর গতিশীল । মহাকালের গতি যেদিন থেমে যাবে, সেদিন মহাপ্রলয় ঘটবে। জগতের জীব হিসেবে অনন্ত যাত্রাপথে আমাদের জীবনও তাই অতীব গতিময় । আর গতিশীলতার মধ্যেই ফুটে ওঠে জীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা । জন্মোত্তর মৃত্যু অবধি প্রতিটি মানুষকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে এগিয়ে যেতে হয় । এক নিরবচ্ছিন্ন গতিশীলতার মধ্য দিয়েই মানবজীবনের বিকাশ সাধিত হয় এবং জীবনের সাফল্যগাথা রচিত হয়। সেজন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতামুখর জীবনসংসারে টিকে থাকতে হলে ও আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে জয়ী হতে হলে গতিই মানুষের একমাত্র অবলম্বন । বিশেষ করে আধুনিককালের মানুষ যন্ত্রের গতিকে সঙ্গী করে চলে । তাই আজকের দিনে গতিই জীবন, গতিই বেঁচে থাকা । যে গতিহীন, স্থবিরতাগ্রস্ত, সে জীবন-যুদ্ধে সকলের পশ্চাতে পড়ে থাকে । সবার অলক্ষে, সবার অগোচরে সে অপাঙক্তেয় জীবনের গ্লানি বহন করে । তখন তার জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশেষত, কুঁড়ে ও গোঁড়া ব্যক্তিরা সমাজে জড় অবস্থায় পড়ে থাকে । কেননা তাদের আত্মার মৃত্যু অনেক আগেই ঘটে গেছে। অন্যদিকে, স্রোতস্বিনী নদীর জল বরাবরই নির্মল থাকে । কারণ সেখানে শেওলা জমতে পারে না । তেমনই কর্মময় জীবনই প্রকৃত জীবন; কর্মহীন জীবন মৃত্যুর নামান্তর । পৃথিবীটা বিরাট এক রণক্ষেত্র । এখানে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয় । বিজ্ঞানী ডারউইন বলেছেন, 'প্রকৃতির রাজ্যে যে অধিকতর যোগ্য সেই টিকে থাকবে ।' অতএব গতিশীল প্রকৃতির নিত্য পরিবর্তনশীল জগতে টিকে থাকতে হলে দৃষ্টি সম্মুখে রেখে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে । বস্তুত চিন্তা-চেতনায় যারা প্রাগ্রসর তারাই প্রগতির পথে এগিয়ে যায় । তারাই সমাজে বিবর্তন আনে, সৃষ্টি করে নতুন সভ্যতা । তাই গতিহীন জীবন কারো কাম্য হতে পারে না । বরঞ্চ জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে সবার জন্য তড়িৎময় জীবনপ্রবাহই একান্তভাবে বাঞ্ছনীয় ।

মানুষ শুধু খেতে, পরতে আর বংশবৃদ্ধি করতেই পৃথিবীতে আসেনি । মানবকল্যাণে কর্মের মহোৎসবে যোগদান করা মানুষের অনবদ্য কর্তব্য । আর তার মাঝেই গতিময় জীবনের লক্ষণ বিরাজিত । মূলত কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনে যে গতি আসে, সে গতিই জীবনের ধর্ম । অলস কিংবা অকর্মণ্য জীবনযাপন মৃত্যুরই নামান্তর । তাই জীবনকে কর্মচঞ্চল ও প্রবহমান রাখতে আমাদের সর্বদা সচেষ্ট থাকা উচিত।

১১। (ক) **উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ তৈরি কর।** ১০

১১ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ

মিঠু : মিলা, তুমি তো দেখছি সারাক্ষণই পড়ছ, এত পড়ে লাভ কী বলতো?

মিলা : বলছো কি মিঠু! সামনে পরীক্ষা; না পড়লে চলবে কেন? আমি তো বলি, তোমার আরও পড়াশোনা করা উচিত।

মিঠু : আমি যে তা ভাবি না, তা নয়, তবে কি জানো বিশেষ উৎসাহ পাই না। বাবা মায়ের ইচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি । আমার কিন্তু একটুও ইচ্ছে হয় না ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ।

মিলা : আসলে কি জানো, আমাদের নিজেদের ইচ্ছেমতো আমরা ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারি না। আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে অভিভাবকদের ইচ্ছেয়। একটু মেধাবী হলে তো কথাই নেই, হয় ডাক্তারি পড়, নয়তো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়। যেন এছাড়া আর কিছু পড়ার নেই, করার নেই। আসলে আমাদের অভিভাবক খোঁজে নিশ্চিত টাকা রোজগারের একটা পেশা।

মিঠু : তুমি ঠিক বলেছ মিলা । সেই সঙ্গে বেশির ভাগ ছেলেমেয়ের জীবনে কি নিদারুণ আশাভঙ্গের ইতিহাস জড়িয়ে থাকে ভেবে দেখেছ? উচ্চ মাধ্যমিক পাসের পর কতজন ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তির সুযোগ পায় বল তো? ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবার আশা নিয়ে যারা ভর্তির সুযোগ পেল না তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি?

মিলা : লেখাপড়ার সঙ্গে জীবিকার প্রশ্ন চিরকালই জড়িয়ে থাকবে; কিন্তু সেইসঙ্গে কার কোনদিকে প্রবণতা সেটাও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।

মিঠু : নিশ্চয়। ধর কসাই-এর মতো স্বভাবের একটা লোক ডাক্তার হয়ে গেল; কিংবা একজন কবি হলো ইঞ্জিনিয়ার । আচ্ছা মিলা, তুমি ভবিষ্যৎ জীবনের কথা কিছু ভেবেছ?

মিলা : এসএসসি পাসের পরেই আমি আমার জীবনের একটা লক্ষ্য স্থির করেছি। তুমি তো জানো আমার মাধ্যমিকের ফল ভালোই হয়েছে। ইচ্ছে করলে বিজ্ঞান পড়তে পারতাম। কিন্তু আমি মানবিক বিভাগই বেছে নিয়েছি। আমার ইচ্ছে ভবিষ্যতে আমি একজন ভালো সাংবাদিক হব। সেটা আমার পেশাও হবে; আর হবে আমার সামাজিক দায়িত্ব পালনের নেশা ।

মিঠু : বাড়ি থেকে কোনো বাধা পাওনি?

মিলা : আমার বাড়ির সবাই আমার ইচ্ছেকে মেনে নিয়েছেন। মা যেহেতু শিক্ষিকা, তার ইচ্ছে ছিল শিক্ষাবিদ হই। মাকে বোঝালাম সাংবাদিকতাও তো কলম-পেশাই। মা সহাস্যে মেনে নিলেন। আচ্ছা মিঠু, তুমি ভবিষ্যৎ জীবন কেমন করে গড়ে তুলতে চাও?

মিঠু : আমি একজন অর্থনীতিবিদ হতে চাই। সত্যি মিলা, মাঝে মাঝে মনে হয়, এদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে কোনো গোলমাল আছে। নইলে এত দারিদ্র্য, এত অপচয়, এত বৈষম্য কেন? এসব সমস্যার কি কোনো সমাধান নেই? অন্তর থেকে আমি একজন অর্থনীতির ছাত্র হতে চাই।

মিলা : তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা খুব ভালো মিঠু। আর একজন ভালো অর্থনীতিবিদ হতে হলে যে বেশি করে পড়াশোনা করা দরকার সেটা নিশ্চয় জানো। নতুন উদ্যমে এবার পড়া শুরু করে দাও।

মিঠু : তোমার সঙ্গে কথা বলে আমার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল, মিলা। আমিও তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

মিলা : তোমারও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

অথবা,

(খ) **নিচের উদ্দীপক অনুসরণে একটি খুদে গল্প লেখ:**

এক গ্রামে একজন কৃষক বাস করত। সে ভোর বেলায় কাজে বেরিয়ে যেত এবং সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরত। গান গাইতে গাইতে সে রাতে ঘুমাতে যেত। সে অভাব অনুভব করত না। সে সুখি ছিল। তার বাড়ির পাশে একজন ধনী বাস করত। সে কাজ হতে.....

১১ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

কৃষক ও টাকার থলে

এক গ্রামে একজন কৃষক বাস করত। সে ভোর বেলায় কাজে বেরিয়ে যেত এবং সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরত। গান গাইতে গাইতে সে রাতে ঘুমাতে যেত। সে অভাব অনুভব করত না। সে সুখি ছিল। তার বাড়ির পাশে একজন ধনী বাস করত। সে কাজ হতে অনেক রাতে ফিরত। যখন সে বাড়ি ফিরত সে শুনতে পেত যে, গরিব মানুষটি গান গাইছে। সে বুঝতে পারত না কী করে একজন গরিব মানুষ এত সুখী হতে পারে। সে তার সুখের রহস্য বের করতে চাইল। তাই সে গরিব লোকটির কাছে এক হাজার টাকার থলে নিয়ে গেল। সে কৃষককে বলল,“ দেখ বন্ধু, তোমার জন্য আমি এক হাজার সোনার পয়সা নিয়ে এসেছি। এটি রাখ এবং তোমার অভাব তাড়াও।” কৃষক বিস্মিত হলো এবং নিজে নিজে বলল, “এক হাজার সোনার পয়সা অনেক টাকা।” সে ধনী লোকটার কাছ থেকে ব্যাগটি নিল এবং তাকে তার দয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাল। গরিব লোকটির কোনো স্থান ছিল না টাকাগুলো রাখার। সে ভাবতেই পারছিল না কোথায় সে টাকাগুলো রাখবে। তার মাথায় নতুন একটা বুদ্ধি আসল। সে ঘরের ভিতরে গর্ত করল এবং সেখানে টাকাগুলো লুকিয়ে রাখল। সে সবসময় ভাবত যে, তার টাকা চুরি হয়ে যাবে যে-কোনো সময়ে। তাই সে রাতে আর গান গাইতে পারত না। সে জেগে থাকত এবং তার রাতের ঘুম পালিয়ে গেল। সে ধীরে ধীরে বুঝতে পারল যে, তার টাকা আছে কিন্তু মনে শান্তি নাই।

১২। যেকোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ। **২০**

(ক) আধুনিক সভ্যতায় বিজ্ঞানের অবদান
(খ) অধ্যবসায়
(গ) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র
(ঘ) বাংলাদেশের বন্যা ও তার প্রতিকার
(ঙ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম

১২ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

আধুনিক সভ্যতায় বিজ্ঞানের অবদান

ভূমিকা:
আধুনিক বিজ্ঞান:
বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার:
বিজ্ঞানীর আত্মত্যাগ:
দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান:
নাগরিক সভ্যতায় বিজ্ঞান:

পরিবহণ ও যোগাযোগে বিজ্ঞান:
চিকিৎসা জগতে বিজ্ঞান:
শিল্পক্ষেত্র বিজ্ঞান
জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞান:
মহাশূন্যের রহস্য উদ্‌ঘাটনে বিজ্ঞান:
শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে বিজ্ঞান:
কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান:
আবহাওয়ায় বিজ্ঞান:
বিজ্ঞানের অপকারিতা:
উপসংহার:

১২ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

অধ্যবসায়

ভূমিকা:
অধ্যবসায় কী ও এর বৈশিষ্ট্য:
অধ্যবসায়ের গুরুত্ব / প্রয়োজনীয়তা: "Failure is the pillar of success"
অধ্যবসায় ও প্রতিভা: ডালটন- লোকে আমাকে প্রতিভাবান বলে কিন্তু আমি পরিশ্রম ছাড়া কিছুই জানি না।
ভলতেয়ার- প্রতিভা বলে কিছুই নেই পরিশ্রম ও সাধনা করে যাও তাহলে প্রতিভাকে অগ্রাহ্য করতে পারবে।
ছাত্র জীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব: পারিব না এ কথাটি বলিও না আর, একবার না পরিলে দেখ শতবার।
ব্যক্তি জীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব: "কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ?উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?"
জাতীয় জীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব:
অধ্যবসায় ও উন্নত বিশ্ব:
অধ্যবসায় ও বাঙালি জাতি:
মনীষীদের জীবনে অধ্যবসায়:
অধ্যবসায়হীন মানুষের অবস্থা:
উপসংহার:

১২ নং প্রশ্নের উত্তর (গ)

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

ভূমিকা:
বাংলাদেশ ও রাশিয়ার আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা চুক্তি:
ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ও মালিকানা:
অবস্থান: রূপপুর, ঈশ্বরদী, পাবনা।
জ্বালানি:
Uranium-233,
Uranium-235,
Plutonium-239
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা:
১২০০ মেগাওয়াটের দুইটি চুল্লি থেকে মোট ২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে।
প্লান্টের স্থায়িত্ব ও সম্ভাব্য ব্যয়:
প্লান্টের স্থায়িত্ব ৫০ বছর।
সম্ভাব্য ব্যয়- ১৩.৫ বিলিয়ন ডলার অথবা, ১৪.৩ বিলিয়ন ডলার।
ভূমিকম্প সহনশীলতা:
তেজস্ক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণ:
বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ:
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা:
দেশের বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে অবদান:
দেশের বিদ্যুৎ চাহিদার ৯% এই প্রকল্প সরবরাহ করবে।
উপসংহার:

১২ নং প্রশ্নের উত্তর (ঘ)

বাংলাদেশের বন্যা ও তার প্রতিকার

ভূমিকা:
বন্যা হওয়ার কারণ:

নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে গভীরতা হ্রাস পাওয়া।
গঙ্গা নদীতে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ।
গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া- সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি।

বন্যার কালক্রম (১৯৪৭-২০০০), সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যা ও তার ক্ষয়ক্ষতি:

১৯৭৪ সালের বন্যা:
১৯৮৭ সালের বন্যা:
১৯৮৮ সালের বন্যা:
১৯৮৯ সালের বন্যা:
১৯৯৩ সালের বন্যা:
১৯৯৮ সালের বন্যা:
২০০০ সালের বন্যা:

বন্যার সুফল:

বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ:

গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প।
মেঘনা-কর্ণফুলি বহুমুখী প্রকল্প।
গোস্পতি প্রকল্প।
তিস্তা বাঁধ প্রকল্প।

বন্যা প্রতিকারের উপায়:

নদী খনন ও সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা।
বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা।

উপসংহার:

১২ নং প্রশ্নের উত্তর (ঙ)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম

ভূমিকা:
ভাষা-আন্দোলনের চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধ:
মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি:
স্বাধীনতা-আন্দোলন:

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয় লাভ।
১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন।
১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ছয় দফা।
১৯৬৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা।
১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান।

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ:
অপারেশন সার্চলাইট:
প্রবাসী সরকার গঠন:
স্বাধীনতার ঘোষণা:
মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা:
অন্যান্য রাষ্ট্রের ভূমিকা:
শত্রুর আত্মসমর্পণ:
মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা:
উপসংহার:

HSC-2023 ফাইনাল মডেল টেস্ট	বাংলা ২য় পত্র সিলেবাস: শর্ট সিলেবাস	উদ্ভাস একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

Exam Code: 102 **Set Code: B** **Full Marks: 100** **Time: 2:55 min.**

[দ্রষ্টব্যঃ ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

ব্যাকরণ অংশ

০১। (ক) **আদ্য-অ ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।** ৫

১ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

(i) শব্দের আদিতে যদি 'অ' থাকে এবং তারপরে 'ই'-কার, 'উ'-কার, থাকে তবে সে-'অ', এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও' - কারের মতো হয়।
যথা: অভিধান (ওভিধান্), অনুমান (ওনুমান্)

(ii) শব্দের আদ্য 'অ'-এর পরে 'য়' (য)- ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সেক্ষেত্রে 'অ'-এর উচ্চারণ প্রায়শ 'ও'-কারের মতো হয়। যথা: অদ্য (ওদ্‌দো), অত্যন্ত (ওত্‌তোন্‌তো), অধ্যক্ষ (ওদ্‌ধোক্‌খো)

(iii) শব্দের আদ্য, 'অ'-এর পর 'ক্ষ' খ 'জ্ঞ' থাকলে, সে 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়ে থাকে। উদাহরণ: যজ্ঞ (জোগ্‌গোঁ) অক্ষ (ওক্‌খো)

(iv) শব্দের প্রথমে যদি 'অ' থাকে এবং তারপর ৃ (ঋ)-কার' যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও, সে-'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়। উদাহরণ: বক্তৃতা (বোক্‌তৃতা) যকৃত (জোকৃত্)

(v) শব্দের প্রথমে 'অ' যুক্ত 'র' (্র)-ফলা থাকলে সেক্ষেত্রেও আদ্য 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কার হয়ে থাকে। যথা: ক্রম (ক্রোম্), গ্রহ (গ্রোহো)

অথবা,

(খ) **নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ লিখ:**
অতীত, ঐকতান, পুনঃপুন, মন্তব্য, ধ্বনি, ব্যতীত, প্রধান, অসীম

১ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
অতীত	ওতিত্ /ওতীত্	ঐকতান	ওইকোতান্ /ওইকোতান্
পুনঃপুন	পুনোপ্‌পুনো/পুনোহ্ পুনো/ পুনোপ্ পুনোহ্	মন্তব্য	মোন্ তোব্ বো /মন্ তোব্ বো
ধ্বনি	ধোনি	ব্যতীত	বেতিতো / ব্যাতিতো
প্রধান	প্রোধান্	অসীম	অশিম্ / ওশিম্

০২। (ক) বাংলা একাডেমি প্রণীত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে অ-তৎসম শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম লেখ। ৫

২ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

নিচে বাংলা একাডেমি প্রণীত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে অ-তৎসম শব্দের পাঁচটি নিয়ম নিম্নরূপ:

(১) সকল অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের-কার চিহ্ন (ি) (ু) ব্যবহৃত হবে। এমনকি স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেমন-গাড়ি, চুরি, দাড়ি, বাড়ি, ভারি, শাড়ি, তরকারি, বোমাবাজি, দাবি, হাতি, বেশি, খুশি, হিজরি, আরবি।

(২) -আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন: খেয়ালি, বর্ণালি, মিতালি, সোনালি, হেয়ালি।

(৩) তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র কোনো শব্দের বানানে ণত্ব-বিধি মানা হবে না অর্থাৎ ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন: অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, সোনা, হর্ন।

(৪) আরবি-ফারসি শব্দে 'সে', 'সিন', 'সোয়াদ' বর্ণগুলির প্রতিবর্ণরূপে স এবং 'শিন্'-এর প্রতিবর্ণ-রূপ শ ব্যবহৃত হবে। যেমন: সালাম, তসলিম, ইসলাম, মুসলিম, মুসলমান, সালাত, এশা, শাবান।

(৫) বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি-অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন: কাগজ, জাহাজ, হুকুম, হাসপাতাল, টেবিল, পুলিশ, ফিরিস্তি, হাজার, বাজার, জুলুম, জেব্রা।

অথবা,

(খ) **নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ বানান লিখ:**
মধ্যাহ্ণ, বনষ্পতি, ন্যুনতম, ইতিপূর্বে, দিবারাত্রি, শিরোচ্ছেদ, দুরাবস্থা, অধ্যায়ন।

২ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

শব্দ	শুদ্ধ বানান	শব্ধ	শুদ্ধ বানান
মধ্যাহ্ণ	মধ্যাহ্ন	বনষ্পতি	বনস্পতি
ন্যুনতম	ন্যূনতম	ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে
দিবারাত্রি	দিবারাত্র	শিরোচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
দূরাবস্থা	দুরবস্থা	অধ্যায়ন	অধ্যয়ন

০৩। (ক) ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলতে কী বোঝ? কত প্রকার ও কী কী উদাহরণসহ লেখ। ৫

৩ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

শব্দের ব্যাকরণগত অবস্থান অনুসারে তাদের বিভাজনকে ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলে । ব্যাকরণিক অবস্থান অনুসারে শব্দকে ৮ ভাগে ভাগ করা যায় । যথা- বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, যোজক, অনুসর্গ ও আবেগ-শব্দ । নিচে এদের সংজ্ঞার্থসহ উদাহরণ দেওয়া হলো-

ক. **বিশেষ্য:** ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম, সংখ্যা ও গুণের নামকে বিশেষ্য বলে । যেমন- রহিম, ঢাকা, বই, সকাল ইত্যাদি ।

খ. **সর্বনাম:** নামের পরিবর্তে যে শব্দ বসে তাকে সর্বনাম বলে। যেমন- আমি, তুমি, সে, তার ইত্যাদি

গ. **বিশেষণ:** বিশেষ্য ও সর্বনামের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা ও পরিমাণ যে শব্দের দ্বারা বোঝায় তাকে বিশেষণ বলে ।
যেমন- খারাপ, ভালো, প্রথম, এক, দশ ইত্যাদি ।

ঘ. **ক্রিয়া:** যে শব্দ দ্বারা কাজ করা বোঝায় তাকে ক্রিয়া বলে। যেমন- বলা, কাঁদা, ঘুমানো ইত্যাদি ।

ঙ. **ক্রিয়া-বিশেষণ:** যে শব্দ ক্রিয়াকে বিশেষিত করে তাকে ক্রিয়া-বিশেষণ বলে । যেমন- দ্রুত, ধীরে ইত্যাদি ।

চ. **যোজক:** যে শব্দ শব্দের সাথে শব্দের এবং বাক্যের সাথে বাক্যের সংযোজন, সংকোচন বা বিয়োজন ঘটায় তাকে যোজক বলে। যেমন— কিন্তু,
আর, এবং ইত্যাদি ।

ছ. **অনুসর্গ:** যে শব্দ কখনো স্বাধীনরূপে আবার কখনো বিভক্তির মতো ব্যবহৃত হয় তাকে অনুসর্গ বলে । যেমন- দ্বারা দিয়ে, জন্য ইত্যাদি ।

জ. **আবেগ-শব্দ:** যে শব্দ দিয়ে মনের ভাব বা আবেগ সঠিকভাবে প্রকাশ করা সম্ভব তাকে আবেগ-শব্দ বলে। যেমন- আহ,বাহ; উহ, হুররে ইত্যাদি।

অথবা,

(খ) **নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ কর:**

(i) আজ <u>সাদা</u> মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে।
(ii) <u>চলন্ত</u> বাস থেকে যাত্রীরা লাফিয়ে নামছে।
(iii) সিক্ত <u>নীলাম্বরি।</u>
(iv) <u>বাহ!</u> চমৎকার একটা কথা বলেছ।
(v) আজ <u>নয়</u> কাল সে আসবেই।
(vi) এগিয়ে চলেছে প্রতিবাদী <u>মিছিল</u>।
(vii) ও <u>গেলে</u> আমি যাব।
(viii) <u>মোরা</u> একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

বাক্যে প্রদত্ত শব্দ	ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণি
সাদা	বর্ণবাচক বিশেষণ / বিশেষণ / সাক্ষাৎ বিশেষণ
চলন্ত	নাম বিশেষণ/ অবস্থাবাচক বিশেষণ / একপদী ক্রিয়াজাত বিশেষণ /সাক্ষাৎবিশেষণ/বিশেষণ/ বিশেষ্যের বিশেষণ
নীলাম্বরি	গণন বিশেষ্য /মূর্ত বিশেষ্য /অজীব বিশেষ্য /বস্তু-বিশেষ্য / বিশেষ্য
বাহ্	প্রশংসাবাচক আবেগ শব্দ/ আবেগ শব্দ/অব্যয়
নয়	বিকল্প যোজক / যোজক/ অব্যয়
মিছিল	সমষ্টি বিশেষ্য / বিশেষ্য
গেলে	অসমাপিকা ক্রিয়া/সাপেক্ষ সংযোজক ক্রিয়া/ ক্রিয়া
মোরা	বক্তাপক্ষ সর্বনাম /সকলবাচক সর্বনাম / সর্বনাম

০৪। (ক) **নিম্নলিখিত উপসর্গযোগে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও (যে কোনো পাঁচটি):** ৫

প্র, অনু, আম, না, অঘা, অনা, খাস, ভর

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

শব্দ	শব্দ গঠন	বাক্যে প্রয়োগ
প্র	প্রচণ্ড	আমার প্রচণ্ড রাগ হয়েছে।
অনু	অনুতাপ	অনুতাপের অনলে দগ্ধ হলো মন।
আম	আমদরবার	বাদশার আমদরবার লোকে লোকারণ্য।
না	নাছোড়	তার মতো নাছোড়বান্দা আর হয় না।
অঘা	অঘাচণ্ডী	তোমার মত অঘাচণ্ডী আর হয় না।
অনা	অনাসৃষ্টি	তোমার যত অনাসৃষ্টি কাণ্ড।
খাস	খাস- চাকর	আবদুল তাদের বাড়ির খাস-চাকর।
ভর	ভর দুপুর	ভরদুপুরে চাষি জমিতে লাঙ্গল দেয়।

অথবা,

(খ) **ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখ:(যেকোনো পাঁচটি)**

আদ্যন্ত, কৃতবিদ্য, ক্রীতদাস, লোকটি, অনুধাবন, ধোঁয়াশা, পসুরি, অনেক।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
আদ্যন্ত	আদি থেকে অন্ত	পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস/ অব্যয়ীভাব সমাস
কৃতবিদ্য	কৃত বিদ্যা যার	সাধারণ বহুব্রীহি সমাস / বহুব্রীহি সমাস/সমানাধিকরণ বহুব্রীহি
ক্রীতদাস	ক্রীত যে দাস	কর্মধারয়
লোকটি	একটি লোক / একজন লোক লোক যে এক	নিত্য সমাস কর্মধারয় সমাস
অনুধাবন	পশ্চাৎ ধাবন / ধাবনের পশ্চাৎ	অব্যয়ীভাব সমাস
ধোঁয়াশা	ধোঁয়া ও কুয়াশা	দ্বন্দ্ব সমাস
পসুরি	পাঁচ সেরের সমাহার পাঁচ সের পরিমাণ/পাঁচ সের পরিমাণ যার/পাঁচ সের ওজন যার	দ্বিগু সমাস সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস/বহুব্রীহি সমাস
অনেক	নয় এক / ন এক	নঞ তৎপুরুষ সমাস / না-তৎপুরুষ সমাস

০৫। (ক) উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্প্রসারণ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। ৫

৫ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

বাক্যের অর্থের কোনো পরিবর্তন না করে তার গঠনকে সম্প্রসারিত করা যায়। এজন্য কোনো কোনো পদকে অপ্রধান খণ্ডবাক্যে রূপান্তরিত করে উদ্দেশ্যে ও বিধেয়ের সম্প্রসারণ ঘটাতে হয়। বাক্যের এই প্রসারণ রীতিকেই বাক্য সম্প্রসারণ বলা হয়। বাক্যের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত অতিরিক্ত পদ যেমন থাকে তেমনই বিধেয়ের সঙ্গেও থাকে। এই অতিরিক্ত পদগুলোই উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্প্রসারণ।

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ: বাক্যের উদ্দেশ্য পদের সঙ্গে সম্পর্কিত যে সকল পদ বিশেষণ বা বিশেষণ স্থানীয়, তাদের উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ বা উদ্দেশ্যের প্রসারক বলা হয়। যেমন-সন্ত্রাসী প্রকৃতির কয়েকজন ছাত্র জোর করে ক্লাসে ঢুকে পড়ল। এ বাক্যের মূল উদ্দেশ্য পদ 'ছাত্র' এবং এর সম্প্রসারিত অংশ হলো 'সন্ত্রাসী প্রকৃতির কয়েকজন।' অনুরূপভাবে: চতুর ও বুদ্ধিমান তামিম পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। এ বাক্যে 'চতুর ও বুদ্ধিমান' উদ্দেশ্য পদ তামিম' এর সম্প্রসারণ।

বিধেয়ের সম্প্রসারণ: বিধেয় ক্রিয়াপদ (সমাপিকা ক্রিয়া) বাদে বিধেয় গঠনকারী অন্য সব পদকে বিধেয়ের সম্প্রসারণ বলা হয়। যেমন- সে খুব দ্রুত হাঁটে। এ বাক্যে হাঁটে'। এ বাক্যে হাঁটে বিধেয় বা সমাপিকা ক্রিয়া। 'খুব দ্রুত' বিধেয়ের প্রসারক।

অথবা,

(খ) **বন্ধনীর নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর কর (যেকোনো পাচঁটি):**

(i) ধনীর কন্যা তার পছন্দ নয়। (অস্তিবাচক)
(ii) লোকটির সবই আছে, কিন্তু সুখী নয়। (জটিল)
(iii) একে সভ্যতা বলে না। (প্রশ্নবাচক)
(iv) বাঁশির সুরটি সুমধুর। (বিস্ময়বোধক)
(v) দশ মিনিট অতিক্রান্ত হলো তারপর ট্রেন এলো। (সরল)
(vi) দেশের সেবা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাবাচক)
(vii) ভাষায় অক্ষরের ভূমিকা গৌণ। (নেতিবাচক)
(viii) তোমার সুখ কামনা করি। (ইচ্ছাসূচক)

৫ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

(i) ধনীর কন্যা তার অপছন্দ।
(ii) যদিও লোকটির সবই আছে, তথাপি সে সুখী নয় / যদিও লোকটির সবই আছে, তবুও সে সুখী নয় / যদিও লোকটির সবই আছে, তা সত্ত্বেও সে সুখী নয়।
(iii) একেই কি বলে সভ্যতা?
(iv) বাঁশির সুরটি কী সুমধুর! /কী সুমধুর বাঁশির সুরটি! / আহা! বাঁশির সুরটি কী সুমধুর। / বাঁশির সুরটি কী যে মধুর! /কী সুমধুর! বাঁশির সুরটি।
(v) দশ মিনিট পর ট্রেন এলো।/দশ মিনিট পার হওয়ার পর ট্রেন এলো/দশ মিনিট অতিক্রান্ত হওয়ার পরে ট্রেন এলো/ দশ মিনিট অতিবাহিত হওয়ার পরে ট্রেন এলো।
(vi) দেশের সেবা কর। /দেশের সেবা করো /দেশের সেবা করবে।
(vii) ভাষায় অক্ষরের ভূমিকা মুখ্য নয়।/ভাষায় অক্ষরের ভূমিকা প্রধান নয়।
(viii) সুখী হও। / তুমি সুখী হও।

০৬। (ক) **যেকোনো পাচঁটি বাক্য শুদ্ধ করে লিখ:** ৫

(i) সূর্য উদয় হয়েছে।
(ii) অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য হলেন।
(iii) নীরা বুদ্ধিমান মেয়ে।
(iv) সব পাখিরা নীড় বাঁধে না।
(v) অপরাহ্ন লিখতে অনেকেই ভুল করে।
(vi) চোখে হলুদ ফুল দেখছি।
(vii) একটি গোপন কথা বলি।
(viii) তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষী দেবেন।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

(i) সূর্য উদিত হয়েছে/ সূর্যের উদয় হয়েছে/সূর্য উঠেছে।
(ii) অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য/সুস্থতা লাভ করলেন/সুস্থ হলেন।
(iii) নীরা বুদ্ধিমতী মেয়ে।
(iv) সব পাখি নীড় বাঁধে না / সকল পাখি নীড় বাঁধে না।
(v) অপরাহ্ণ লিখতে অনেকেই ভুল করে।
(vi) চোখে সর্ষে / সরষে ফুল দেখছি।
(vii) একটি গোপনীয় কথা বলি।
(viii) তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেবেন।

অথবা,

(খ) **অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগগুলো শুদ্ধ কর।**

ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী ও বিনয়ী । তার মেধা পরিদর্শন করে সবাই মুগ্ধ । শিক্ষকবৃন্দরা মনে করেন, আগামী ভবিষ্যতে সে অসামান্য সাফল্যতা বয়ে আনবে, যা পূর্বে এ প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয়নি ।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

শুদ্ধ : ছেলেটি অত্যন্ত/খুব/অনেক/অসামান্য মেধাবী ও বিনয়ী । তার মেধা দেখে/প্রত্যক্ষ করে/অবলোকন/অনুধাবন করে সবাই মুগ্ধ । শিক্ষকবৃন্দ/শিক্ষকরা মনে করেন, আগামীতে/ভবিষ্যতে সে অসামান্য সাফল্য/সফলতা বয়ে আনবে, যা পূর্বে এ প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয়নি ।

নির্মিতি অংশ

০৭। (ক) **পারিভাষিক শব্দ লিখ: (যে কোন দশটি)** ১০

Automatic, Mail, Quarterly, Sanction, Uniform, Gazetted, Hypocrisy, Epitaph, Impeachment, Walk-out, Bureau, Millennium, Cess, Revenue, Tribunal.

৭ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

Automatic – স্বয়ংক্রিয়/ স্বতঃক্রিয় / অটোমেটিক
Mail- ডাক/মেইল
Quarterly – ত্রৈমাসিক
Sanction- অনুমোদন/ মঞ্জুরি/ বরাদ্দ
Uniform –উর্দি/ নির্দিষ্ট পোশাক/ সমরূপ / সমরূপতা / আনুষ্ঠানিক পোশাক/ ইউনিফর্ম
Gazetted- ঘোষিত
Hypocrisy – কপটতা / বিশ্বাসঘাতকতা/ভণ্ডামি
Epitaph- সমাধিলিপি/সমাধিস্তম্ভ-লিপি/এপিটাফ
Impeachment – অভিশংসন / অপবাদ /মিথ্যা দোষারোপ
Walk-out- সভাবর্জন / ধর্মঘট / বর্জন করা /ওয়াক আউট /বয়কট
Bureau – দপ্তর/ ব্যুরো /সংস্থা
Millennium- সহস্রাব্দ/সহস্রবার্ষিক
Cess – উপকর
Revenue- রাজস্ব
Tribunal – বিশেষ আদালত / ন্যায়পীঠ /ট্রাইব্যুনাল / ট্রাইবুনাল / বিচারালয়/ বিচারসভা

অথবা,

(খ) বাংলায় অনুবাদ কর:

Education is not only limited to schools, colleges and universities. We have learnt a lot from family, society and the whole world. Which we learn from our real experience of life is no less important than that we learn traditionally from schools and the colleges. Therefore, it can be said that education is a life long process. This education begins from our birth and ends with our death.

৭ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

শিক্ষা কেবল স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ নয়। পরিবার, সমাজ আর সমগ্র বিশ্বের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখছি। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যে শিক্ষা পেয়ে থাকি, প্রথাগতভাবে স্কুল ও কলেজে প্রাপ্ত শিক্ষার চেয়ে তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয় । কাজেই বলা চলে, শিক্ষা জীবনব্যাপী এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া মাত্র। এই শিক্ষা আমাদের জন্মলগ্ন থেকে আরম্ভ হয়, আর তার পরিসমাপ্তি ঘটে মৃত্যুতে ।

০৮। (ক) কলেজে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের ঘটনা নিয়ে একটি দিনলিপি রচনা কর। ১০

৮ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

১৬ ডিসেম্বর, ২০২২, সোমবার (রাত ১০:০০টা)

ভোরবেলা থেকে শুরু হয়েছে বিজয়োৎসব। কলেজ প্রাঙ্গণ সাজানো হয়েছে নবসাজে। ১৯৭১ সালের দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পরে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। স্কুল জীবন থেকেই আমি আমার স্কুলে বিজয় দিবসের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপভোগ করে এসেছি। কিন্তু কলেজ জীবনে এটিই আমার প্রথম বিজয় দিবস দেখা।

১৯৭২ সাল থেকে প্রতি বছরই বিজয় দিবস রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত হয়ে আসছে। কিন্তু আমার কলেজ জীবনের প্রথমে এই দিনকে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালনের ফলে এই সম্পর্কে ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা ও সম্যক ধারণা লাভ এবং ঐতিহ্য সচেতন হতে পেরেছি।

'ক' কলেজ প্রতি বছরই এই বিশেষ দিনে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের গৌরবগাথাকে স্মরণ করে। আমরা ওই দিন খুব ভোরে আমাদের কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষের নির্দেশনায় বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর জাতীয় প্যারেড স্কোয়াডের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে আমিই একজন মুক্তিযোদ্ধা। যদি কখনো আবার অস্ত্র নেওয়ার দরকার হয়, তাহলে আমিও সশস্ত্র যোদ্ধার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে পারবো। এই চেতনাটা আমি এবারের বিজয় দিবস থেকে পেয়েছি। আমাদের দ্বিতীয় মিশন ছিল সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে স্বাধীনতা অর্জনে মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী সকল শহিদের প্রতি বিজয় দিবসের বিনম্র শ্রদ্ধা জানানো। কলেজের পাঁচটি গাড়ি আগে থেকেই প্রস্তুত রাখা হয়েছে। আমি একমুঠো ফুল নিয়েছিলাম স্মৃতিসৌধের বিজয়স্তম্ভে শ্রদ্ধা জানাবো বলে। গিয়েই দেখি বিশাল লাইন। আমার মতো হাজারো শিক্ষার্থীর ভিড়ে স্মৃতিসৌধের প্রাঙ্গণ ভরে আছে। তাছাড়া রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপস্থিতির কারণে খুব সকাল থেকে যে ভিড় ছিল, তা তখন কমতে শুরু করেছে ।আমি ছোটোকালে দুইবার স্মৃতিসৌধ দেখতে গিয়েছিলাম বাবার সাথে। কিন্তু আয়োজন করে স্মৃতিসৌধে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর এটিই প্রথম অভিজ্ঞতা।

বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে এক অনন্য গৌরবের দিন এটি। ৩০ লাখ শহিদের আত্মত্যাগ সাধারণের অসাধারণ শ্রেষ্ঠ প্রদর্শন ছিল এ সংগ্রামী বছর। আমি এ দিনেই ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল দিনটি সম্পর্কে জানতে পারলাম। পদ্মা-মেঘনা- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা-সুরমা-কুশিয়ার-কর্ণফুলী নদীতে লাখো লাশের ভেসে যাওয়ার মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতার স্বাদ আমরা পাচ্ছি যাদের বিনিময়ে তাঁদের সম্পর্কে না জানা যে অন্যায়, সে বিষয়ে আমি আজ আফসোস করছি।

বিজয় দিবসে আমাদের কলেজে অনেকগুলো প্রোগ্রাম রাখা হয়েছিল। কলেজ কর্তৃপক্ষ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর,মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বগাথা সম্বলিত বক্তৃতা, সংগীতানুষ্ঠান এছাড়াও বিভিন্ন আয়োজন ছিল।আমার সব থেকে ভালো লেগেছে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা দেওয়া অংশটুকু। এছাড়াও প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা, রচনা প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ ও বিজয় স্মারক উপহারের আয়োজন করা হয়েছে এবং তিনটি খেলায় অংশ নিয়ে দুটি খেলায় প্রথম স্থান অর্জন করেছি। এছাড়াও আমাদের কলেজ অডিটোরিয়ামে 'আমার বন্ধু রাশেদ' সিনেমাটি দেখানোর জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের আয়োজন করেছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ।

আমরা সদলবলে 'আমার বন্ধু রাশেদ' সিনেমাটি উপভোগ করেছি, আর চোখের কোণে একটু অশ্রু দেখা গিয়েছিল। পাক হানাদার বাহিনীর অকথ্য নির্যাতন- নিপীড়ন, বিশ্বাসঘাতকতার কারণে আমাদের দেশের সোনার ছেলেরা কীভাবে অকাতরে জীবন দিয়েছে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সিনেমাটি। সিনেমাটি দেখে দেখে কেবল মনে হয়েছে আমিও যেন সেই দলের একজন। কী অসীম সাহসের সঙ্গে বন্ধুরা স্বাধীনতার জন্য প্রাণের ভয়কে তুচ্ছ করে শত্রুকে পরাজিত করার জন্য কাজ করেছে- তার নিখুঁত ছবি এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে।

এই গভীর রাতে আমি যখন এই দিনলিপি দিখছি, তখন ভাবনার মধ্যে একটি বিষয়ই বারবার উঁকি দিচ্ছে; একই দেশে জন্মগ্রহণ করেও স্বাধীনতার পক্ষের একটি বিশাল শক্তির বিরুদ্ধে কীভাবে মুষ্টিমেয় মানুষ বিরুদ্ধাচরণ করলো, ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধির জন্য বিদেশি পোশাকি হায়েনার পক্ষ হয়ে কাজ করলো, এটাও মানুষ পারে?

বিজয় দিবস আমার গৌরবের অহংকারের একটি সোপান। আমি বিজয় দেখিনি, বিজয়ের এই মাসে যে মানুষ মুক্তির স্বাদ পেয়েছে তা অনুধাবন করতে পেরেছি। এই দিনটির জন্যই ৩০ লক্ষ মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছে, লক্ষ মা-বোন ইজ্জত দিয়েছে। এখনো দিচ্ছে যা কাম্য নয়। আশা ও বিশ্বাস হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উপলব্ধি করে আমরা সত্যিকারের স্বাধীন রাষ্ট্রে যেন পরিণত হতে পারি- তবেই শহিদদের আত্মা শান্তি পাবে।

অথবা,

(খ) নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের ভেজাল প্রবণতা বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা কর।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	খাদ্যে ভেজাল: অসহায় মানুষ
সরেজমিনে তদন্তের স্থান	:	আমিনবাজার
প্রতিবেদকের নাম	:	ক
ঠিকানা	:	বাড্ডা, ঢাকা
প্রতিবেদন তৈরির সময়	:	সকাল ৯ ঘটিকায়
তারিখ	:	২ জুলাই, ২০২৩

খাদ্যে ভেজাল: অসহায় মানুষ

জীবন ধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য না খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। খাদ্য আমাদের দেহের ক্ষয় পূরণ করে প্রাণের ধারা বজায় রাখে, কাজ করার শক্তি জোগায়। কিন্তু সেই খাদ্যেই যদি ভেজাল মিশ্রিত থাকে তা দেহের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। খাদ্যে ভেজাল এখন আমাদের একটি বড় সমস্যা। আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীতে ভেজাল দেওয়া হয়, যেমন চাউলে ধুলা, কাঁকর ভুষি দেওয়া হয়। দুধে মেশানো হয় দূষিত পানি, তেল ঘিতে মেশানো হয় চর্বিসহ নানা রকমের ক্ষতিকর জিনিস। মধুতে দেওয়া হয় ভেজাল, শুঁটকিতে মেশানো হয় কীটনাশক। শাক সবজিতেও বিষাক্ত দ্রব্য মেশানো হয় যা জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ। মাছে দেওয়া হয় ফরমালিন, যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কলা, আম, আপেলসহ বিভিন্ন ফলে দেওয়া হয় বিষাক্ত কেমিক্যাল। গুঁড়ো হলুদ, মরিচ, জিরায় মেশানো হয় কাঠের গুড়ো, রং মিশ্রিত মাটি । লজেন্স, মিষ্টি, বিভিন্ন পানীয়তে রং মেশানো থাকে। নকল ঔষধ সেবন করেও মানুষ জীবনকে বিপর্যস্ত করছে।

ভেজাল খাবার খাওয়ার ফলে শরীরে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন- কিডনির সমস্যা হয়, লিভারের সমস্যা ভেজাল খাবারের ফলে হয়। গর্ভবতী মা ভেজাল খাবার খেয়ে প্রতিবন্ধী শিশুরও জন্ম দিয়ে থাকে। ভেজালের কারণে দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সার মানুষের শরীরে বাসা বাঁধে। তাই ভেজাল একটি মারাত্মক সমস্যা। বিভিন্ন কারণে খাদ্যে ভেজাল দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন- ১. অসাধু ব্যবসায়ীরা অধিক লাভের আশায় খাদ্যে ভেজাল দিয়ে থাকে। ২. অধিক জনসংখ্যার চাপ। ৩. চাহিদার তুলনায় পণ্যের সরবরাহ কম। ৪. খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণে বি.এস.টি.আই এর অবহেলা। ৫. ভেজাল সম্পর্কে সকল মানুষকে সচেতন না করা। ৬. সরকারি তদারকির অপ্রতুলতা। ৭. অপরাধীর পার পেয়ে যাওয়া।

ভেজাল প্রতিরোধে নিচের পদক্ষেপসমূহ নেওয়া যেতে পারে-

১. ব্যবসায়ীদের অধিক মুনাফা লাভের মনমানসিকতা ত্যাগ করা। ২. চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা। ৩. বি.এস.টি.আই দুর্নীতি মুক্ত হওয়া। ৪. অপরাধীদের কঠোর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা রাখা এবং ৫. মিডিয়ার মাধ্যমে যেসব পণ্যে ভেজাল হয় সে সম্পর্কে দেশের মানুষকে সচেতনা করা।

আমরা বাঁচব। সুন্দরভাবে বাঁচব। আমাদের প্রজন্মকেও বাঁচাবো। এজন্য ভেজালের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হতে হবে। খাদ্যকে ভেজাল মুক্ত করার অঙ্গীকার নিতে হবে।

০৯। (ক) সম্প্রতি পড়া কোনো বই সম্পর্কে বন্ধুকে ই-মেইল প্রেরণ করো। ১০

৯ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

To : masudrana@gmail..com
Cc :
Bcc :
Subject : আনিসুল হকের লেখা 'মা' উপন্যাস পাঠ করার অনুভূতি।

প্রিয় মাসুদ

এইমাত্র আনিসুল হকের 'মা' উপন্যাসটি পড়ে শেষ করলাম। তুই কি বইটি পড়েছিস? অসাধারণ একটি বই। এক সন্তানহারা মায়ের মর্মভেদী দুঃখ, অপরিসীম আত্মত্যাগের এক অসাধারণ আলেখ্য এ উপন্যাস। আরও একটি বিষয়, এটি একটি বাস্তব কাহিনি অবলম্বনে রচিত। এক মুক্তিযোদ্ধা সন্তান পাকিস্তানি বর্বরদের হাতে বন্দি । মায়ের কাছে সে ভাত খেতে চেয়েছিল । মা ভাত রেঁধে নিয়ে গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু সন্তানের আর দেখা পাননি । তারপর মা ১৪ বছর বেঁচেছিলেন । তিনি আর কখনো ভাত খাননি । মায়েদের এমন আত্মত্যাগেই এসেছে স্বাধীনতা। বইটি পড়তে পড়তে বুকের ভিতর জমাট বাঁধা কষ্টগুলো চোখের পানি হয়ে ঝরে পড়ে । বইটি পড়ে বুঝলাম কী অসীম দুঃখ ও অপরিসীম গৌরব বহন করছে আমাদের স্বাধীনতা ।

ইতি

ওসমান

অথবা,

(খ) 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকা অফিসে একজন সহসম্পাদকের পদ খালি হয়েছে। উক্ত পদে নিয়োগের জন্য একখানা আবেদনপত্র লেখ।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

২৯ই জুলাই ২০২৩
বরাবর
সম্পাদক/মানবসম্পদ বিভাগ
দৈনিক ইত্তেফাক
৪০, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
বিষয়: সহসম্পাদক পদে নিয়োগের জন্য আবেদন।
জনাব

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক নিবেদন এই যে, গত ২৭ই জুলাই ২০২৩ তারিখে 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এ প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি মারফত জানতে পারলাম যে, আপনার পত্রিকা অফিসে একজন সহসম্পাদকের পদ খালি হয়েছে। উক্ত পদের একজন প্রার্থী হিসেবে আমার জীবনবৃত্তান্ত নিচে উপস্থাপন করা হলো-

ব্যক্তিগত তথ্যঃ

নাম	:	আবু হানিফ
পিতার নাম	:	নিজাম উদ্দিন
মাতার নাম	:	রেহানা বেগম
জন্ম তারিখ	:	১১ ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬
জাতীয়তা	:	বাংলাদেশি।
ধর্ম	:	ইসলাম।
বৈবাহিক অবস্থা	:	অবিবাহিত।
বর্তমান ঠিকানা	:	১৯/বি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম+পো. : শিদলাই, উপজেলা: ব্রাহ্মণপাড়া , জেলা: কুমিল্লা।

যোগাযোগ

মোবাইল/ ফোন নম্বার	:	+৮৮০১…….
ই-মেইল	:	……..@.....com
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	

পরীক্ষা	শাখা/বিষয়	জিপিএ/সিজিপিএ	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়	পাসের বছর
এসএসসি	মানবিক	জিপিএ-৫	কুমিল্লা বোর্ড	২০১৬
এইচএসসি	মানবিক	জিপিএ-৫	কুমিল্লা বোর্ড	২০১৮
বিএসএস (সম্মান)	গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা	সিজিপিএ-৩.৭৫	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২০২২

অভিজ্ঞতা: 'দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন' পত্রিকায় ১ বছর যাবৎ সহসম্পাদক পদে কর্মরত।

অতএব জনাব, উপরিউক্ত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনায় আমাকে উক্ত পদে নিয়োগ দিতে আপনার সুদৃষ্টি কামনা করছি।

নিবেদক
আবু হানিফ
ব্রাহ্মণপাড়া,কুমিল্লা।
সংযুক্তি
১. সকল পরীক্ষার সনদের সত্যায়িত ফটোকপি।
২. প্রশংসাপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
৩. অভিজ্ঞতা সনদের ফটোকপি।
৪. সদ্যতোলা পাসপোর্ট আকারের তিন কপি ছবি।
৫. প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা প্রদত্ত চারিত্রিক সনদ।

১০। (ক) **সারাংশ লিখ:** **১০**

জীবনের কল্যাণের জন্য মানুষের সুখের জন্য এ জগতে যিনি যত কথা বলিয়া থাকেন-তাহাই সাহিত্য। **বাতাসের** উপর কথা ও চিন্তা স্থায়ী হইতে পারে না- মানব জাতি তাই অক্ষর আবিষ্কার করিয়াছে। মানুষের মূল্যবান কথা, উৎকৃষ্ট চিন্তাগুলি কোন যুগে পাথরে, কোন যুগে গাছের পাতায় এবং বর্তমানে কাগজে লিখিয়া রাখা হইয়া থাকে। যে নিতান্তই হতভাগা সেই সাহিত্যকে অনাদর করিয়া থাকে। সাহিত্যে মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষার মীমাংসা হয়। তোমার আত্মা হইতে যেমন তুমি বিচ্ছিন্ন হইতে পার না, সাহিত্যকেও তেমনি তুমি অস্বীকার করিতে পার না- উহাতে তোমার মৃত্যু, তোমার দুঃখ ও অসম্মান হয।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

সারাংশ : মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য রচিত শিল্পিত শব্দাবলিই সাহিত্য । সাহিত্য মানবজীবনের প্রাণবন্ত প্রতিচ্ছবি । মানুষের মূল্যবান চিন্তাসমূহ কখনো পাথরে, কখনো গাছের পাতায়, কখনো কাগজের পাতায় অক্ষরে আশ্রয় পেয়েছে । জীবনের বহু বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা সাহিত্যেই বাঙ্ময় হয়ে ওঠে, তাই সাহিত্যের অনাদর করা অনুচিত।

অথবা,

(খ) ভাব-সম্প্রসারণ লিখ:

পুষ্প আপনার জন্যে ফোটে না।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

ভাব-সম্প্রসারণ : পরোপকারেই মানবজীবনের সার্থকতা । মানুষের জন্ম হয়েছে অন্যের কল্যাণ সাধনের জন্য। শুধু নিজেকে নিয়ে নিমগ্ন থাকা মনুষ্যত্বের অবমাননার নামান্তর । ফুল যেমন নিজের সৌন্দর্য, সুবাস অন্যকে বিলিয়ে দিয়ে তার জীবন পরিপূর্ণ করে তেমনই অপরের মঙ্গল সাধনায় মানবজীবন ধন্য হতে পারে ।

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ । এই শ্রেষ্ঠত্বের পিছনে বড়ো যে গুণটি রয়েছে তাই হলো অপরের মঙ্গল-সাধন করা। নিজের স্বার্থ বড়ো করে দেখার মধ্যে মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় না বরং সংকুচিত হয় । কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজকের বিশ্বে মানুষ শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, অপরের মঙ্গল সাধন করা তো দূরে থাক; এ চিন্তাও করতে ব্যর্থ। দুনিয়াব্যাপী স্বার্থপর সম্প্রদায় নিজেদের সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েস নিয়ে যতটা তৎপর, সেখানে মানুষের কল্যাণের বিষয় মোটেই গুরুত্ব বহন করে না । বরং সর্বগ্রাসী ভোগবাদীরা সমস্ত নিয়ম-নীতিকে পাশ কাটিয়ে নিজেদের স্বার্থের প্রাসাদ তৈরি করে। ফলে পৃথিবীতে শোষিত-বঞ্চিত, দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। কিন্তু মানুষের স্বভাব তো এ রকম হওয়ার কথা নয়। বরং ফুলের পবিত্রতায় তার মনকে রাঙাবে, মানুষকে ভালোবেসে তার মানবজীবন সার্থক করে গড়ে তুলবে। মানবজীবন ফুলের মতোই তা নিবেদিত হওয়া উচিত পরের জন্য, সমাজের হিত সাধনে। পরের কল্যাণে জীবনকে উৎসর্গ করার মধ্যেই থাকে জীবনের প্রকৃত সার্থকতা । তাই পরোপকার সাধনই মানবজীবনের মহত্তম কাজ। আমরা প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে বিষয়টি যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারি । মৌমাছি অনেক কষ্ট করে যে মৌচাক রচনা করে, তা কি শুধু তাদেরই জন্য? তা নয় বরং, মৌচাকের মধু মানুষ পান করে পরম তৃপ্তি লাভ করে । সুতরাং মানুষের জীবনে পরোপকারের চেয়ে বড়ো আর কিছু নেই। তাইতো, জ্ঞানী-গুণীরা পরোপকারের উদ্দেশ্যে জীবন বিসর্জন দিতে মোটেই ভীত হননি । খুদিরাম, প্রীতিলতা, সূর্যসেনসহ অনেকের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে আজও উচ্চারিত হয়। এ প্রসঙ্গে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহিদের আত্মদানও চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। কিন্তু আজ বিশ্বায়নের এ সময়ে পরোপকারের বিষয়টি প্রাধান্য না পেয়ে বরং বৈশ্বিক চিন্তা-চেতনায় মানুষ বেশি নিমগ্ন হচ্ছে। তথ্য-প্রযুক্তি মানুষকে অনেকটা যান্ত্রিক করে তুলেছে; মানুষ উদয়-অস্ত নিরলস পরিশ্রম করে প্রচুর অর্থ-সম্পদ অর্জন করেছে; তবে, সেখানে মানবকল্যাণের লেশমাত্র ঠাঁই নেই। মানুষের সুকোমলবৃত্তি চর্চার জায়গাটি অর্থ-বিত্তের দখলে। তাই অত্যন্ত শৈশব থেকেই শিশুদের পরোপকারের শিক্ষা দিতে হবে। পাঠ্যসূচিতে বিভিন্ন মহৎ ব্যক্তির ঘটনাবহুল জীবনী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পরোপকারের শিক্ষাই মানুষকে পরিশীলিত জীবন দিতে পারে ।

ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে পরোপকারের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নিহিত থাকে । তাই মানুষের কল্যাণ সাধনই হোক সকলের ব্রত।

১১। (ক) **দুর্নীতি ক্যান্সারের মতো ব্যাধি যা আমাদের সমাজকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। এটি আমাদের উন্নয়নকে ব্যাহত করে। দুর্নীতি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত কথোপকথন লেখ।** **১০**

১১ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

দুর্নীতি সম্পর্কে একটি কথোপকথন

টিটু : কেমন আছো?

রিমা : আমি খুব ভালো আছি। আর তুমি?

টিটু : আমিও ভালো আছি।

রিমা : আমি দুর্নীতি নিয়ে একটি প্রতিবেদন পড়ছিলাম।

টিটু : কোন কাজগুলো দুর্নীতির আওতায় পড়ে বলতে পারবে?

রিমা : ঘুষ, অবৈধ উপায়ে সুবিধা লাভ, চাঁদাবাজি, সরকারি কোষাগারে চুরি-ডাকাতি, অবৈধ পৃষ্ঠপোষকতা, স্বজনপ্রীতি, অবৈধভাবে চাকরি প্রদান,অর্থ
আত্মসাৎ, কাউকে সুবিধা দেওয়ায় সুবিধা গ্রহণ, অবৈধভাবে কোনো কিছু ভোগ করা, এমনকি ঠিক সময়ে দায়িত্ব পালন না করাও দুর্নীতি।

টিটু : হ্যাঁ, দুর্নীতি প্রকৃতপক্ষেই সামাজিক অভিশাপ। এটি আমাদের সমাজকে অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরেছে। কীভাবে এটি ঘটে?

রিমা : দুর্নীতির কারণসমূহ অনেক। প্রথমেই বলা যেতে পারে আমাদের লোভ এর একটি অন্যতম কারণ। রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন অপর একটি কারণ। নৈতিক অবক্ষয় এবং আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাও এর জন্য দায়ী।

টিটু : দুর্নীতির প্রভাবে আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।দুর্নীতি আরো কিছু কুফল সম্পর্কে বলতে পারো?

রিমা : দুর্নীতির নানাবিধ কুফল রয়েছে। দুর্নীতির ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধনী-গরিবের মধ্যে বৈষম্য বাড়ছে। অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।মানুষের মধ্যে সরকারের প্রতি তীব্র ঘৃণা তৈরি হচ্ছে। নীতি-নৈতিকতা লোপ পাচ্ছে। এছাড়াও আরো অসংখ্য কুফল রয়েছে।

টিটু : এটি বড় একটি অভিশাপ, বন্ধু। কীভাবে আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারি?

রিমা : ধন্যবাদ। নিরক্ষরতা এবং অজ্ঞতা অবশ্যই নির্মূল করতে হবে।

টিটু : এ বিষয়ে তুমি আমাকে আরও কী বলতে পার, প্রিয় বন্ধু?

রিমা : হ্যাঁ, এ সমস্যার ভয়াবহতা সম্বন্ধে অবশ্যই গণ-সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

টিটু : এ বিষয়ে আরও কিছু কি, বন্ধু?

রিমা : দুর্নীতি নির্মূল করতে হলে গুণগত বৈশিষ্ট্য এবং নৈতিক শিক্ষা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

টিটু : আমি তোমার সাথে একমত। আমি মনে করি দুর্নীতি বিষয়ে কঠোর আইন তৈরি করা উচিত।

রিমা : তুমি ঠিক কথা বলছো, প্রিয় বন্ধু।

টিটু : ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে। বিদায়!

রিমা : আবার দেখা হবে। বিদায়!

অথবা,

(খ) প্রদত্ত শিরোনাম অবলম্বনে একটি খুদে গল্প লেখ:
মিথ্যুক রাখাল।

মিথ্যুক রাখাল

কোনো এক গ্রামে এক রাখাল বাস করতো । সে প্রতিদিন এক পাল মেষ নিয়ে মাঠে যেতো। আনন্দেই কাটছিল তার দিনগুলো। সে গান গাইতো, বাঁশি বাজাতো। কিন্তু তার একটি খারাপ অভ্যাস ছিল যে সে প্রায়ই মিথ্যা কথা বলতো। মিথ্যা কথা বলাকে সে দোষ মনে করতো না; বরং মজা বলেই মনে করতো। একদিন সে মিথ্যা বলে গ্রামবাসীদের সাথে মজা করতে চাইলো। সে চিৎকার করে বলতে লাগলো, "বাঘ এসেছে! বাঘ এসেছে! আমাকে বাঁচাও! বাঁচাও!" গ্রামবাসীরা তার চিৎকার শুনে সাহায্যের জন্য দৌড়িয়ে গেলো। তারা গিয়ে দেখলো সেখানে কোনো বাঘ নেই। বরং তারা বিরক্ত হলো। তারা বললো "আবার যদি তুমি সাহায্যের জন্য এরকমভাবে চিৎকার করো, তাহলে আমরা আর আসবো না। কেননা তুমি একজন মিথ্যুক।" আর এক দিনের ঘটনা। ভেড়ার পাল যখন ঘাস খাচ্ছিল তখন হঠাৎ সে একটি বাঘকে দেখতে পেল। বাঘটি ভেড়াদের ধরে ধরে মেরে ফেলছিল। রাখাল খুবই ভয় পেল। সে চিৎকার করে বললো, "বাঘ এসেছে! বাঘ এসেছে! বাঁচাও! বাঁচাও!" গ্রামবাসীরা তার চিৎকার শুনেছিল। কিন্তু তারা ভাবলো এবারও সে মজা করছে। তাই কেউ তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলো না। বাঘটি এক এক করে ভেড়াগুলোকে মেরে ফেললো এবং তাকেও মেরে ফেললো। তাই মিথ্যা বলে মজা করার পরিণতি অনেক সময় কঠিন বিপদও ডেকে আনতে পারে।

১২। যেকোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ। **২০**

(ক) ইন্টারনেট ও বর্তমান বাংলাদেশ

(খ) স্বদেশপ্রেম

(গ) কর্ণফুলী টানেল

(ঘ) জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ-এর প্রভাব

(ঙ) তোমার প্রিয় কবি

১২ নং প্রশ্নের উত্তর (ক)

ইন্টারনেট ও বর্তমান বাংলাদেশ

- ভূমিকাঃ
- তথ্যবিপ্লব ও তথ্য-প্রযুক্তিঃ
- ইন্টারনেট কীঃ
- ইন্টারনেটের স্বরূপঃ
- ইন্টারনেটের প্রয়োজনীয় উপকরণঃ
- ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের প্রকারভেদঃ
- ইন্টারনেটের ইতিহাসঃ
- ইন্টারনেটের সম্প্রসারণঃ
- ইন্টারনেটের প্রকারভেদঃ
- ইন্টারনেট প্রটোকলঃ
- ইন্টারনেট সংযুক্তিকরণঃ
- বাংলাদেশে ইন্টারনেট চালুঃ
- সাবমেরিন কেবলে বাংলাদেশঃ
- তথ্যবিপ্লবে ইন্টারনেটঃ
- ইন্টারনেটের ক্ষতিকর দিকঃ
- তথ্যপ্রযুক্তির মহাসড়কে বাংলাদেশঃ
- ইন্টারনেটের বর্তমান অবস্থানঃ
- ব্যাবসা-বাণিজ্য ও সরকারি অফিসে ইন্টারনেট ব্যবহারের অবস্থানঃ
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের অবস্থানঃ
- ইন্টারনেট সেবার ধরনঃ
- চাকরির বাজারে ইন্টারনেটঃ
- যোগাযোগে ইন্টারনেটঃ
- ইন্টারনেটের ব্যবহারঃ
- ইন্টারনেটের উন্নয়নে সরকারি চিন্তাভাবনাঃ
- অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইন্টারনেটের ভূমিকাঃ
- তথ্যবিপ্লবে সরকারের পদক্ষেপঃ
- ইন্টারনেটের অপকারিতাঃ
- ইন্টারনেট ব্যবহারে আমাদের করণীয়ঃ
- উপসংহারঃ

১২ নং প্রশ্নের উত্তর (খ)

স্বদেশ প্রেম

- **ভূমিকাঃ**
- **স্বদেশ প্রেম কীঃ**
- **স্বদেশ প্রেমের উৎসঃ**
- **স্বদেশ-প্রীতির বহিঃপ্রকাশঃ**
- **স্বদেশ প্রেমের উন্মেষঃ**
- **স্বদেশ-প্রীতির প্রকৃত স্বরূপঃ**
- **স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ ও দৃষ্টান্তঃ**
- **স্বদেশপ্রেম ইমানের অঙ্গঃ**
- **শিল্প ও স্বদেশপ্রেমঃ**
- **স্বদেশপ্রেম ও সংস্কৃতিঃ**
- **কবিতায় দেশপ্রেমঃ**
- **মধুসূদন ও স্বদেশপ্রেমঃ**

- **প্রবাস জীবনে স্বদেশপ্রেমঃ**
- **স্বদেশপ্রেম ও রাজনীতিঃ**
- **স্বাধীন বাংলাদেশ ও স্বদেশপ্রেমঃ**
- **অন্ধ স্বদেশপ্রেমের ছিন্নমস্তা রূপঃ**
- **স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমঃ**
- **রবীন্দ্রনাথের মতে -স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের মধ্যে সম্পর্কঃ**
- **দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণে আমাদের করণীয়ঃ**
- **উপসংহারঃ**

১২ নং প্রশ্নের উত্তর (গ)

কর্ণফুলী টানেল

- ভূমিকাঃ
- কর্ণফুলী টানেলের পরিচিতি ও অবস্থানঃ
- কর্ণফুলী টানেল নির্মাণের প্রেক্ষাপটঃ
- কর্ণফুলী টানেল নির্মাণের উদ্দেশ্যঃ
- কর্ণফুলী টানেলের নকশাঃ
- কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্প ও সম্ভাব্য ব্যয়ঃ
- কর্ণফুলী টানেল নির্মাণের বর্তমান অবস্থাঃ
- কর্ণফুলী টানেল উদ্বোধনের সম্ভাব্য সময়ঃ
- স্মার্ট বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কর্ণফুলী টানেলঃ
- কর্ণফুলী টানেলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাঃ
- যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লবঃ
- উপসংহারঃ

১২ নং প্রশ্নের উত্তর (ঘ)

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ-এর প্রভাব

- ভূমিকাঃ
- জলবায়ু পরিবর্তনঃ
- বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণঃ
- বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বাংলাদেশে এর প্রভাবঃ
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধির প্রক্রিয়াঃ
- নোনা পানির আধিক্যঃ
- সুপেয় পানির সংকটঃ
- বন্যা ও গণমানুষঃ
- ঝড়-জলোচ্ছ্বাসঃ
- নদী ভাঙনঃ
- ঋতুচক্রে পরিবর্তনঃ
- জীববৈচিত্র্য ধ্বংসঃ
- বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বাংলাদেশের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতিঃ
- বিপন্ন জনগোষ্ঠীঃ
- কৃষি ও জলবায়ুঃ
- অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতিঃ
- পরিবেশ বিপর্যয়ঃ
- জলবায়ুর পরিবর্তন ও পরিবেশীয় নীতিঃ
- জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণঃ
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে গৃহহীন মানুষের সংখ্যাঃ
- আইপিসিসি চতুর্থ সমীক্ষা রিপোর্টে বাংলাদেশে জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের প্রভাবঃ
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপঃ
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক উদ্যোগঃ
- জলবায়ু সংক্রান্ত বিভিন্ন সম্মেলনঃ
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ও ভূমিকাঃ
- শিল্পোন্নত দেশগুলোর করণীয়ঃ
- উন্নয়নশীল দেশগুলোর করণীয়ঃ
- উপসংহারঃ

১২ নং প্রশ্নের উত্তর (ঙ)

তোমার প্রিয় কবি

- ভূমিকা
- জন্ম ও বংশ পরিচয়
- কৈশোর ও প্রথম যৌবন
- শিক্ষাজীবন
- সাহিত্যের হাতেখড়ি
- জীবন সংগ্রামের চিত্র
- সাহিত্যে আবদান
- কবির অনুপ্রেরণা
- উপাধি
- অন্যান্য সাহিত্যিকের চোখে সংশ্লিষ্ট কবি
- সম্মাননা ও পুরস্কার
- উপসংহার